গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা
www.mopme.gov.bd

বিষয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর আওতায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোঃ আমিনুল ইসলাম খান সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
তারিখ	:	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২
সময়	:	বেলা ০৩:০০ ঘটিকা
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি ভাষার মাসে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে সভা আরম্ভ করেন। তিনি সভাকক্ষে উপস্থিত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, ভার্চুয়ালি সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, রংপুর বিভাগের বিভাগীয় উপপরিচালকসহ ঠাকুরগাঁও জেলার প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবকগণ, এসএমসি সভাপতি, মিডিয়ার প্রতিনিধি, শিক্ষার্থীদেরকে সভায় স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ০২ মার্চ ২০২২ তারিখ হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলে যাবে। তিনি শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং এসএমসি-র সভাপতির নিকট স্কুল খোলার প্রস্তুতি, ক্লাসরুম সংকট, ওয়াশরুম আছে কিনা, স্লিপের অর্থ ব্যয়ে অনিয়ম হয় কিনা ইত্যাদি বিষয় জানতে চান।

২। সভায় মাঠ পর্যায়ের অংশীজনের মতামত পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা আগামী ২ মার্চ, ২০২২ বিদ্যালয় খুলে দেয়ার কথা শুনে খুবই খুশি হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি-র সভাপতি, মিডিয়া প্রতিনিধিসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলেই সপ্তাহের ৫(পাঁচ) দিনই বিদ্যালয় খুলে দেয়ার পক্ষে এবং করোনা পরবর্তীতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় খোলার সকল প্রস্তুতি আছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। তবে যে সকল বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ কম এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশী সে সকল ক্ষেত্রে করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি সম্পূর্ণভাবে পালন করা সম্ভব নয়। করোনার ঝুঁকি এখনও বিদ্যামান থাকায় ২(দুই) শিফটে ক্লাস নেয়ার পরামর্শ পাওয়া যায়। কোভিড-১৯ সময়ে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় Google Meet এ শিক্ষাদান, বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাঠদান পরামর্শ, অনলাইনে পাঠদান ইত্যাদি কার্যক্রমগুলো তুলে ধরেন। দীর্ঘদিন ক্লাসে না থাকার অভ্যাসটি পর্যায়ক্রমে ফিরিয়ে আনার জন্য ১ম ও ২য় শ্রেণীর সপ্তাহে ২দিন, ৩য় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী সপ্তাহে ৩দিন ক্লাস নেয়ার পরামর্শ পাওয়া যায়। করোনা টীকা দেয়ার বিষয়টিও আলোচিত হয়। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা কমে যাওয়া ও শিক্ষাদানের ঘাটতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক প্রশ্নের জবাবে সহকারী শিক্ষক, সম্পারানী সাহা জানান পিছিয়ে পড়াদের নজরদারির মাধ্যমে একই জায়গায় আনার চেষ্টা করবেন। যদি মনে হয় ক্লাসের পরও শিক্ষার্থীদের সময় দেয়া দরকার তাহলে তারা তাই দিবেন। স্লিপ ফান্ডের অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে নানা স্কুলের নানা মত রয়েছে। কেউ অর্থ অপব্যবহার করেন, কেউ Android Phone কিনতে চান, আবার কেউ খরচ না করাটাই কৃতিত্ব মনে করেন।

৩। জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ বলেন ১ম ও ২য় শ্রেণী ৩দিন এবং ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী ৪ দিন ক্লাস নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময় পড়ানো যেতে পারে। জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বলেন, শিক্ষার্থীরাই প্রাথমিক শিক্ষার প্রাণ। স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দময় পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বিদ্যালয় খুলে দেয়ার পরবর্তী সময়ে সুচারুভাবে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় দশ বছরের বেশী বয়সী শিক্ষার্থীদের করোনা টীকা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

৪। সভাপতি অংশীজনের সভায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত সকল শিক্ষার্থীকে নাম ধরে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। তিনি শিক্ষার্থীদের চাহিদা এবং ভাল লাগার কথা মনে রেখেই সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যক্রম নির্ধারণ করতে বলেন। তিনি বলেন, শিক্ষার পরিবেশ হবে খোলামেলা ও আনন্দময়। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকা দরকার। শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে সহজেই যেন পাঠক্রম অনুধাবন করতে পারে। প্রতিটি শিক্ষার্থী সম্ভাবনাময়-এ কথা মনে রেখেই শিক্ষককে পাঠদান করতে হবে। অভিভাবকদেরও এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে এবং সন্তান-কে উৎসাহ দিতে হবে। অহেতুক চাপের মধ্যে না রেখে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। আগামী দিনে জাতিকে নেতৃত্বদানকারী হিসাবে শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং মানুষের প্রতি তাদের ভালবাসা জাগ্রত করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে তাদেরকে কথা বলতে দিতে হবে। এ ছাড়াও উপস্থিত বক্তৃতা এবং বিতর্কে তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এতে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকদের সম্পর্ক হতে হবে আস্থার এবং পারস্পারিক শ্রদ্ধার। আগামী প্রজন্মকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সবাইকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। শিশুর মননশীলতা বিকাশের স্বার্থে সকলের সাথে সুসম্পর্ক ও আস্থা রেখে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য সকল প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে।

৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি শুদ্ধাচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহবান ও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/
২৮.০২.২০২২২
মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

নং-৩৮.০০.০০০০.০০৪.৩১.০০১.২১-১০৫

তারিখ: ০১ মার্চ, ২০২২

বিতরণ: কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ।
৬। যুগ্ম-সচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাষ্ট, মিরপুর-২, ঢাকা।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সিস্টেম এনালিস্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০। উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
১১। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঠাকুরগাঁও।
১২। সুপারিনটেনডেন্ট, ঠাকুরগাঁও পিটিআই, ঠাকুরগাঁও।
১৩। অফিস কপি।

ফারহানা হক
০১.০৩.২০২২
ফারহানা হক
উপসচিব
ফোন-০২২২৩৩৫৬৬৯১